দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষার মান নিম্নমুখী ॥ পাবলিক ভার্সিটিতে বিদেশী শিক্ষার্থী কমছে

॥ মিজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীদের আগমন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। নামেমাত্র বিদেশী শিক্ষার্থীরা এখন এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়ন করছে। কারণ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার বিরূপ পরিবেশ এবং শিক্ষার মানের নিম্নমুখীর কথা বলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে প্রতিবছর এ দেশ থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। ফলে বিশাল অংকের অর্থ চলে যাচ্ছে বিদেশের কোষাগারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, এক গবেষণায় তিনি দেখেছেন প্রতিবছর ভারতে যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করতে যায় তাতে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে ঐ দেশে। সূত্র মতে, দেশের ২১টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৩ সালে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল ২৫০ জন। এর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও জাহাঙ্গীরনগর এ প্রধান ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় মাত্র ২৬ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ১২ জন, তবে এর অধিভুক্ত মেডিক্যাল ও কৃষি কলেজগুলোতে ছিল ৫২ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। হরতাল ও ধর্মঘটসহ নানা কারণে মাসের পর মাস বন্ধ থাকছে। ফলে

বিদেশী শিক্ষার্থী নেই, তাই ঢাকা ভার্সিটির এই ইন্টারন্যাশনাল হলে বর্তমানে অর্ধশতাধিক শিক্ষক বসবাস করছেন —ইত্তেফাক

সেশনজট লেগেই আছে। এসব সমস্যা বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, তবে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা যে আসছে না তা নয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এখনও এদেশে আসছে। ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল ৮ জন। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ জন, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ জন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭ জন। দেশের বাইরে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুনাম রয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মানসম্পন্ন ১৪টিতে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল ৩৬৭ জন। এর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ছিল (চট্টগ্রাম) ৩১৬ জন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ জন। রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সেশনজটের অভিশাপ থেকে মুক্ত এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে লিংক প্রোগ্রাম থাকায় এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমশ বিদেশী শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পাচ্ছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. হাফিজ জে এ সিদ্দিকী।

দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এক সময় বিদেশী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পদভারে মুখরিত থাকতো। কিন্তু বর্তমান চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাসের পর মাস বন্ধ থাকা, অত্যধিক সেশনজট এবং শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী হচ্ছে না। এক সময় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও ইরাক, ইরান, জাপান, সোমালিয়া, সৌদি আরবসহ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। বর্তমানে সেসব দেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীর পরিমাণ প্রায় শূন্যের

(৫ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার মান নিম্নমুখী

(৩য় পৃঃ পর)

কোটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস এবং বিদেশী ছাত্র ভর্তি শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও ইরানের ছাত্রই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।

জানা যায়, একসময় এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে পড়ুয়ার বিরাজ করায় সেসব দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘনিষ্ঠসংঘের শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসতো। বর্তমানে সেসব দেশে বিভিন্নটা পরিবেশ বিরাজ করছে। ঘনিষ্ঠসংঘ থেকে প্রায় সুযোগ-সুবিধাও তারা আর পাচ্ছে না। এছাড়া এদেশে অনুকূলিত পরিবেশ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডিভিশন ফিও অধিক। ডিভিশন ফি'র ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে নোট নিয়ে জানা যায়, সার্কভুক্ত দেশের একজন ছাত্রের কাছ থেকে প্রতি বছর ডিভিশন ফি নেয়া হয় ৬০০ মার্কিন ডলার এবং অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া হয় ১২০০ ডলার। এ হিসেবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে বাংলাদেশের ৮ থেকে ১০ লাখ টাকার প্রয়োজন হয়। যা দিয়ে এদেশের চেয়ে ভাল সুযোগ-সুবিধাসহ অন্য কোন দেশে সহজেই পড়ালেখা করা সম্ভব। এছাড়া সেশন জটের কারণে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করতে পাঁচ বছরের জায়গায় ৭/৮ বছর সময় লাগার বিষয়টিতো রয়েছেই। সূত্র মতে, ১৯৯৪-৯৫ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রী ছিল ৪২ জন, ১৯৯৫-৯৬ সেশনেও ৪২ জন, ১৯৯৬-৯৭ সেশনে ৪৬ জন, ১৯৯৭-৯৮ সেশনে ৪২ জন, ১৯৯৮-৯৯ সেশনে ২৭ জন, ১৯৯৯-২০০০ সেশনে ২৫, ২০০০-২০০১ সেশনে ২৪, ২০০১-২০০২ সেশনে ২২ জন, ২০০২-২০০৩ সেশনে ১২ জন এবং ২০০৩-২০০৪ সেশনে ৯ জন। ২০০৪-২০০৫ সেশনে এ পর্যন্ত মাত্র ৫ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে আসবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

রাজধানীর বিজ্ঞানের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ ক ম শহীদুল্লাহ বলেন, স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হতো। বর্তমানে বাংলা মাধ্যমে বেশী ব্যবহার হচ্ছে, যা বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যার কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হলের ইমারতি চত্বর আলী আকবর বলেন, স্নাতক শিক্ষা ইংরেজী বাংলা দুটোই বলেন। বাংলা হয় করার এক সমস্যা হয় না। তবে নতুন হয়েদের প্রথমে সমস্যায় পড়তে হয় বলে তিনি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল সমস্যা বর্তমানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিদেশী ছাত্রদের আকৃষ্ট করার মতো আন্তর্জাতিক মানের কোন প্রসপেক্টাস নেই। ওয়েব সাইট থাকলে প্রয়োজনীয় তথ্য ইচ্ছে পাওয়া যায় না। এ পরিস্থিতিতে বিদেশী শিক্ষার্থীদের আসার সুবিধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকগণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এএমএ সামছুল হক বলেন, বিদেশী শিক্ষার্থীরা যে আসছে না তা নয়, আসছে; তবে আগের চেয়ে কম। শিক্ষার নুন্যূ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বিদেশী শিক্ষার্থীরা আবার এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিদেশী শিক্ষার্থীরা এদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহী হচ্ছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যদি মানের দিক থেকে উন্নতি দেখাতে পারে তবে বিদেশী শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ালেখা করতে আসবে।